জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৭/০৮/২০২৫

"**দেশি মাছে দেশ ভরি, অভয়াশ্রম গড়ে তুলি**" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় **জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ (১৮-২৪ আগস্ট)** পালিত হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্দেশ্য হলো-দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান তুলে ধরা। এ উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
- মাছের পোনা অবমুক্তকরণ
- সফল মৎস্যচাষি/ব্যক্তি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান
- "মৎস্য সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন এবং সর্বোত্তম ব্যবহার" শীর্ষক অংশীজনের সাথে মতবিনিয়ম সভা
- মৎস্য সেক্টরে অগ্রগতি বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শণ
- স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা
- পুকুর/জলাশয়ের পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুন পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান
- ''মৎস্যখাতে টেকসই উন্নয়ন তরুনদের ভাবনা" শীর্ষক মতবিনিময় সভা
- মৎস্যজীবী নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা
- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ এর মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান

মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমন্ডলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের সীমিত জলজসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য উপকরণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাসহ মৎস্য সাপ্লাই চেইনে সম্পৃক্ত সকলের সমন্বিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মৎস্যখাত আজ এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) এর The State of World Fisheries and Aquaculture ২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে, যা দেশের মৎস্য খাতের একটি অভাবনীয় সাফল্য। এছাড়াও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং কোস্টাল ও সামুদ্রিক মাছ আহরণে ১৪তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ এবং এশিয়ায় ৩য়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের মধ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ২৮.১৩ শতাংশ, বদ্ধ জলাশয়ের ৫৯.৩৪ শতাংশ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের অবদান ১২.৫৩ শতাংশ।

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণরে কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সবাইকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি অবৈধ জাল ব্যবহার বন্ধ করা, প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ ও কিশোর ইলিশ ধরা থেকে বিরত থাকা এবং দূষণ হতে জলাশয় রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

"মাছে ভাতে বাঙালি"— এই স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে সকলের অংশগ্রহণই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর মূল শক্তি।

প্রচারেঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কয়রা, খুলনা।